আলুর আগাম ধ্বসা রোগ (Early Blight of Potato)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

রোগের লক্ষণ

অলটারনারিয়া সোলানাই (*Alternaria solani*) নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। রোগের আক্রমণে প্রাথমিক অবস্থায় নীচের পাতায় ছোট ছোট কালো থেকে বাদামী রং এর চক্রাকার দাগ পড়ে এবং দাগের চারিদিকে সরু হলুদ-সবুজ রং এর বলয় সৃষ্টি করে। আক্রামণ বৃদ্ধি পেলে একাধিক দাগ একত্রে মিশে যায়। পাতার বোটা ও কান্ডের দাগ অপেক্ষাকৃত লম্বা ধরনের হয়। গাছ হলদে হওয়া, পাতা ঝরে পড়া এবং অকালে গাছ মরে যাওয়া এ রোগের লক্ষণীয় উপসর্গ। আক্রান্ত টিউবারের গায়ে গাঢ় বাদামি থেকে কালচে বসে যাওয়া দাগ পড়ে।

আক্রান্ত পাতা

আক্রান্ত পাতা, ডগা ও কান্ড

আক্রান্ত টিউবার

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- আলুর জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে চাষাবাদ শুরু করতে হবে;
- আগাম জাতের আলু চাষ করলে রোগের আক্রমণের আশংকা কম থাকে;
- সুষম সার প্রয়োগ এবং সময়মত সেচ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;
- আগাম ধ্বসা রোগ প্রতিরোধের জন্য ঘণ কুয়াশা হলে সকালে আলু গাছের গা থেকে কুয়াশা ঝরিয়ে ফেলতে হবে;
- আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলতে হবে এবং মাটিতে পুতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে;
- আলু বীজ রোপনের আগে বীজ শোধন করে রোপণ করা হলে এ রোগের আক্রমণ থেকে ক্ষেত রক্ষা করা যায়। বীজ শোধন করতে প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন পাউডার প্রয়োজন মাফিক ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে তাতে বীজ শোধন করে নিতে হবে অথবা বীজের ওজনের ০.২৫% হারে ভিটাভেক্স ২০০ এর দ্রবণে বীজ শোধন করে নিতে হবে;
- রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ইপরিডিওন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন রোভরাল, কারাটে, ইপ্রোসান, রোভানন, মেমোরাল সহ অন্যান্য ছত্রাকনাশক ২ থেকে ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন অন্তর অন্তর সেপ্র করতে হবে। এছাড়াও ডায়থেন-এম ৪৫, নেমিসপোর প্রভৃতি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ থেকে ১২ দিন পর পর স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে। স্প্রে করার সময় অবশ্যই গাছ, পাতা এবং কান্ড ভিজিয়ে দিতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য:

পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপ-সহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।